প্রশ্ন : সংস্কৃত সাহিত্যে ভবভূতির অবদান আলোচনা কর।

নিজের কাব্য প্রতিভার প্রতি সমকালীন পাঠকের অবজ্ঞা প্রদর্শন দেখে যিনি বলেছিলেন-

"নিরবধিকাল আর বসুধা বিপুল
জন্মিলে জন্মিতে পারে মম সমতুল।।"

অর্থাৎ অনাগত ভাবীকালের উপর তাঁর কাব্যের বিচারের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। সেই শ্রীকন্ঠ ভবভূতি সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের আঙিনায় কালিদাসের পরেই একটি স্মরণীয় নাম। তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শব্দবিদ্যা পারদর্শী, ব্যাকরণ, অলংকার, ন্যায় ও মীমাংসা শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কলহনের 'রাজতরঙ্গিণীতে' ভবভূতিকে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মনের সভাকবি বলে চিত্রিত করা হয়েছে। কালিদাস যদি হন শৃঙ্গার ও সৌন্দর্যের কবি, তবে ভবভূতি হলেন বীর, করুণ ও গম্ভীর রসের এক অনন্য শিল্পীকার। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর অবদান সুদূরপ্রসারী এবং কালজয়ী।

<u>কবি পরিচয় :</u>

ভবভূতির নাটকের প্রস্তাবনা (বিশেষত 'মালতীমাধব' ও 'মহাবীরচরিত') থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বহু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর আসল নাম ছিল 'শ্রীকন্ঠ'। তাঁর কাব্যের এক ছত্রে 'ভবভূতি' শব্দটি থাকার কারণে বা তাঁর গভীর শিবভক্তির কারণে তিনি 'ভবভূতি' নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের 'বিদর্ভ' দেশের (বর্তমান মহারাষ্ট্রের বেরার অঞ্চল) পদ্মপুর বা পদ্মনগর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার এক সম্ভ্রান্ত কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেন। ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগের (প্রায় ৭০০–৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) কবি ছিলেন।

<u>ভবভূতির সাহিত্য সৃষ্টি :</u>

ভবভূতির খ্যাতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তাঁর তিনটি নাটকের ওপর। এগুলি হল-

ক. মালতীমাধব : মালতীমাধব ভবভূতির প্রথম নাটক। এর বিষয়বস্তু লৌকিক ও কবিকল্পিত প্রেম মিলনের গতানুগতিক কাহিনি। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা কামন্দকীর নীতিকৌশলে মন্ত্রী ভূরিবসুর কন্যা মালতীর সঙ্গে অমাত্য দেবারতের পুত্র মাধবের মিলন-মালতীমাধব নাটকের প্রধান ঘটনা। নাটকটি ঘটনাবহুল, এতে নায়ক-নায়িকার হৃদয়গত প্রণয় চেষ্টার বর্ণনা প্রধান স্থান অধিকার করেছে। তবে নাট্যকার যে অদ্ভুত বীভৎস ও রৌদ্র রসের অবতারণা করেছেন তা অভিনব। একটি নাটকে একসঙ্গে এতগুলি রসের পরিবেশন ভবভূতির কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বৈশিষ্ট্য: এটি কবি-কল্পিত এক লৌকিক প্রেমের গল্প। এই নাটকে প্রেমকাহিনির পাশাপাশি তান্ত্রিকদের বীভৎস সাধনা (যেমন: শ্মশানে চণ্ডালিকা অঘোরঘন্টের কপালকুণ্ডলাকে বলি দেওয়ার প্রচেষ্টা) ও ভৌতিক পরিবেশের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

খ. মহাবীরচরিত: ভবভূতির দ্বিতীয় নাটক মহাবীর চরিত বা বীরচরিত। এটি রামায়ণ আশ্রয়ে রচিত। এ নাটকে রামের 'সিদ্ধাশ্রমে' প্রবেশ থেকে রাবণ বধের পর অযোধ্যায় ফিরে আসা পর্যন্ত ঘটনাবলি বিধৃত হয়েছে। এ যেন একখানি নবরামায়ণ। নাটকটি সাতটি অঙ্কে বিভক্ত, এতে বাল্মীকি রামায়ণ বহির্ভূত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন-বিবাহ পূর্ব জীবনে বিশ্বামিত্র আশ্রমে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ উর্মিলার পূর্বরাগ প্রসঙ্গ, রাবণ কর্তৃক সীতাকে প্রত্যাখ্যান কিংবা রাবণ খচিত মাল্যবান কর্তৃক পরশুরামকে হরধনু ভেঙে সংবাদ জ্ঞাপন ইত্যাদি। নাটকে ভবভূতি কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন, এছাড়া ভবভূতির প্রধান কৃতিত্ব বীর, অদ্ভুত, রৌদ্র ও ভয়ানক রসের পরিস্ফুটনে।

বৈশিষ্ট্য : নাটকে রামকে 'মহাবীর' রূপেই প্রধানত উপস্থাপন করা হয়েছে। নাট্যকার এখানে রাবণের মহামন্ত্রী মাল্যবানের কুটিল রাজনীতি ও চক্রান্তের নতুন কোণ যোগ করে পৌরাণিক কাহিনিতে কিছুটা নাট্যিক পরিবর্তন এনেছেন।

গ. উত্তররামচরিত : উত্তররামচরিত নাটকটিও সাতটি অঙ্কে বিভাজিত। উত্তররামচরিতে সীতা বিসর্জনের পর থেকে লবকুশের জন্ম, পিতার সঙ্গে মিলন ও সীতা এবং রামের পুনর্মিলন দেখানো হয়েছে। এ নাটকটি রামায়ণের উত্তরকান্ড অবলম্বনে রচিত। মূল ঘটনা রামায়ণ থেকে গৃহীত বটে, কিন্তু অনেক বিষয়ে ভবভূতির স্বকল্পিত, যেমন রামায়ণে যেখানে রাম সীতার বিচ্ছেদ ঘটেছে, ভবভূতি সেখানে তাঁদের পুনর্মিলনের বর্ণনা দিয়েছেন, কারণ ভারতীয় নাটকে মৃত্যুর প্রয়োগ নিষিদ্ধ, তাই নাট্যকার এ নাটকে সীতার পৃথিবী প্রবেশ না দেখিয়ে রামের সঙ্গে তাঁর মিলনেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

বৈশিষ্ট্য: এই নাটকটি করুণ রসের এক অবিনশ্বর দলিল। বিরহী রামের হৃদয়বিদারক মানসিক দ্বন্দ্ব ও যাতনা এতে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

<u>ভবভূতির নাট্যশৈলী :</u>

১. করুণ রসের প্রাধান্য : সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ভবভূতির প্রধান পরিচয় তিনি করুণ রসের শ্রেষ্ঠ কবি। উত্তররামচরিতম্-এ তিনি নিজেই লিখেছেন—

"একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাৎ।"

অর্থাৎ একমাত্র করুণ রসই ভিন্ন ভিন্ন কারণবশত বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। সীতার নির্বাসনের পর রামের অন্তর্দাহ এবং অশ্রুজল ভবভূতি যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে বিরল।

২. চরিত্রচিত্রণে গভীরতা ও মনস্তত্ত্ব : ভবভূতির চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অতুলনীয়।রামচন্দ্র কেবল একজন আদর্শ রাজা বা অবতার নন, একজন রক্তমাংসের সাধারণ মানুষের মতো স্ত্রী-বিরহে কাতর। রাজধর্ম ও ব্যক্তিগত ভালোবাসার দ্বন্দ্বে জারিত এক মহান চরিত্র।প্রথাগত লাজুক নায়িকার বাইরে ভবভূতির নারী চরিত্ররা (যেমন: বাসন্তী, তমসা, সীতাদেবী) অনেক বেশি বাস্তব, ভাবগম্ভীর ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ।

৩. পাত্র-পাত্রীর প্রেম ধারণায় পরিবর্তন : কালিদাসের প্রেমে বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্যের প্রাধান্য থাকলে, ভবভূতির প্রেম অনেক বেশি আত্মিক, গম্ভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। দাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে পরিপক্ক হওয়া প্রেমে ভবভূতি বিশ্বাসী ছিলেন। 'উত্তররামচরিতম্'-এ তিনি দাম্পত্য প্রেমকে "একং দুঃখং সুখং চ" (সুখে-দুঃখে একাত্ম অবস্থা) বলে বর্ণনা করেছেন।

৪. প্রকৃতি চিত্রণ ও গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি : ভবভূতির প্রকৃতি বর্ণনায় শান্ত স্নিগ্ধতার চেয়ে মহত্ব, গম্ভীরতা ও প্রলয়ঙ্কর রূপের প্রাধান্য বেশি। দণ্ডকারণ্যের ভয়াল রূপ, গোদাবরী নদীর কুলকুল ধ্বনি, গভীর পর্বতের অরণ্য—সবকিছুকেই তিনি উদাত্ত ও ভীষণ সুন্দর রূপে আঁকছেন। তাঁর ভাষা প্রকৃতি বর্ণনায় গম্ভীর শব্দবন্ধে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

৫. প্রথাগত নাট্যরীতির লঙ্ঘন : সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটক নিষিদ্ধ। ভবভূতি নাটকগুলি মিলনান্তক রাখলেও নাটকের অধিকাংশ জুড়ে বিয়োগান্তক ভাব ধরে রেখেছেন। এছাড়া, রামায়ণের মূল কাহিনি পরিবর্তন করে সীতার পুনর্মিলন ঘটিয়ে নিজের স্বাধীন নাট্যভাবনার পরিচয় দিয়েছেন।

৬. ভাষাশৈলী ও ছন্দ প্রয়োগ : ভবভূতির ভাষা তাঁর ব্যক্তিত্বের মতোই প্রৌঢ় ও গম্ভীর। বীর ও রৌদ্র রসে তিনি দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ এবং 'ওজো গুণসম্পন্ন' জটিল শব্দ ব্যবহার করেছেন। আবার করুণ রসের ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা অত্যন্ত সরল, প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী। ভবভূতি ছন্দের ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। বিশেষ করে - 'শিখরিণী' এবং 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দে তাঁর পারদর্শিতা এতটাই বেশি ছিল যে পরবর্তীকালের অলঙ্কারিকগণ তাঁর শিখরিণী ছন্দের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

৭) সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন : 'মালতীমাধব'-এ তান্ত্রিক কাপালিক সমাজের অন্ধবিশ্বাস এবং 'মহাবীরচরিত'-এ রাজনৈতিক চক্রান্ত তুলে ধরে তিনি সমকালীন সমাজের এক বাস্তব চিত্র এঁকেছেন।

রামায়ণের মতো জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনিকে নিজের নাট্যপ্রয়োজনে সামান্য পরিবর্তন করার সাহস ও সৃজনশীলতা তিনি দেখিয়েছেন। কালের কষ্টিপাথরে তাঁর নাট্য প্রতিভা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র, গম্ভীর ও করুণ রসের মহান স্রষ্টা হিসেবে মহাকবি ভবভূতির অবদান চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে।